বেতার নাটকে আবহ সঙ্গীত ও সাউন্ড এ্যাফেক্টের ভূমিকা

অজিত মুখোপাধ্যায়

আমি ১৯৫৬ সালে, ১ নং গারস্টিন প্লেসে অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো-র নাট্যবিভাগে চাকুরির সুবাদে স্থান পেয়েছিলাম। যাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বাণীকুমার (বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য), শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সরল গুহ (Programme Assistant) ও মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (Drama Voice)। এঁরা প্রত্যেকেই নাটক প্রযোজনা করতেন। তবে যাঁদের কাছে আমি শিক্ষালাভ করেছি, তাঁরা হলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, কিছুটা বাণীকুমার। বীরেনদার কাছে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করেছি বেতার নাটক প্রযোজনার ক্রিয়া কৌশল আর শ্রীধরদার কাছ থেকে পেয়েছি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা। ছোট্টখাট্টো সাদাসিধে মানুষটির নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম।

চাকুরির প্রথমদিকে আমি নাটকের স্ক্রিপ্ট কপি করতাম, আমি ছাড়া আরও চারজন ওই কাজে নিযুক্ত ছিল। অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো-তে আবহসঙ্গীত এবং শব্দ সংযোজনা করার জন্য স্টাফ ছিল না। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্টুডিও থেকে কিছু কিছু আবহ সঙ্গীত এবং Live effect প্রয়োগ করা হত। BBC ও Voice of America-র কিছু কিছু sound effect-এর Gramophone Disc ছিল; producer-রা নিজেরাই সেগুলো play করতেন। কখনও কখনও বীরেনদা ও বাণীকুমারকে দেখেছি মৃত্যুনদা বা শ্রীধরদার সাহায্য নিতে। তবে সব ব্যাপারটাই ছিল খুব unprofessional। ঐ Sound effect প্রায়শই চাহিদা মেটাতে পারত না। বীরেনদা বলতেন ঐ Disc-গুলো পুরোনো হয়ে যাওয়ার দরুন Effects-এর সঙ্গে পেছনে মাছ ভাজার আওয়াজ পাওয়া যায়। বীরেনদা কথাটা মজা করে বললেও, ব্যাপারটা কিন্তু ঐরকমই ছিল। Sound effects ও আবহ সঙ্গীতের দুরবস্থা আমি নিজের চোখে দেখেছি।

এখনকার মতো তখন এত ঘরোয়া নাটক বেতার থেকে প্রচারিত হত না। অধিকাংশ নাটকই ছিল ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক। বড় বড় নাটকগুলোকে সম্পাদনা করে বেতার থেকে প্রচার করা হত। ফল স্বরূপ নাটকগুলোর মধ্যে মঞ্চের প্রভাব পরিলক্ষিত হত। অর্থাৎ, সব ব্যাপারটাই একটু উচ্চগ্রামে হত। Sound effects, আবহসঙ্গীতও তার হাত ধরে এগিয়ে চলছিল। সব মিলিয়ে বেতার নাটকের অবস্থা ছিল মঞ্চ নাটকের ছোট সংস্করণ। Music বলতে বোঝা যেত একটা জমকালো title ও একই জাতীয় সিন Change music। Crash Music ব্যবহার হত একটা ঝাঁজ বা পিয়ানোর ঝঙ্কার দিয়ে। বীরেনদা পিয়ানো বাজাতে পারতেন। (Drama Studio-তে ব্রিটিশ আমলের একটা পিয়ানো ছিল। এখনও আকাশবাণী ভবনে সেটি আছে।) বীরেনদাকে দেখেছি নাটকের সিন Change, Crash এবং অন্যান্য Musical effects ওই পিয়ানোর সাহায্যেই করতেন। Theme Music বা সূক্ষ্ম Sound effects ব্যবহার খুব একটা ছিল না।

আমি আর আমার সহকর্মী নিত্যানন্দ গাঙ্গুলী কাজ শেখার জন্য অফিসের

'সওদাগরের নৌকো' নাটকে (বাঁদিক থেকে) প্রবীর মজুমদার (সঙ্গীত পরিচালক), অজিত মুখোপাধ্যায় (প্রযোজনা), শিখা পাল, ঠাকুরদাস মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (নাট্যকার), রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মনি শ্রীমানী ও রজত বসু

পর প্রযোজকদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াতাম। বাড়ি ফিরতে প্রায়শই রাত ৯/১০ হয়ে যেত। প্রযোজকরাও হাতে স্বর্গ পেলেন। কারণ ঐ BBC ও Voice of America-র Disc থেকে নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য আমাদের মত অতি উৎসাহী বিনে পয়সার কর্মী পাওয়া রীতিমতো ভাগ্যের কথা। আমার থেকে নিত্যানন্দ অবশ্য effects-এর কাজটা বেশি করেছিল। কারণ আমার লক্ষ্য ছিল নাটক প্রযোজনা করা।

শ্রীধরদা, অর্থাৎ, শ্রীধর ভট্টাচার্য্য একদিন বললেন—জানো অজিত, বেতার নাটক কান দিয়ে শোনা নয়। কান দিয়ে দেখা। শ্রীধরদার ওই কথাটা আজও আমি ভুলিনি।

গারস্টিন প্লেস থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো, ইডেন গার্ডেন্সের আকাশবাণী ভবনে চলে হওয়ার পর দেখা গেল—Producer's Pannel ও Effects Room দুটি আলাদা স্টুডিও। ওই Effects Room থেকে কলের জলের Effects দেবার জন্য কল ও বেসিন বসানো ছিল। Disc এবং Tape চালাবার

ব্যবস্থাও ছিল। কাজেই তখন Effects-এর লোক ছাড়া নাটক প্রযোজনা করা সম্ভব ছিল না। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ নাট্য প্রযোজকের পদে নিযুক্ত হন। তারপর বীরেনদার চেষ্টায় আকাশবাণীতে "Effects-man"-এর পদ সৃষ্টি হয় এবং নিত্যানন্দ গাঙ্গুলি ঐ পদে যোগ দেয়। পরবর্তীকালে ঐ পদটি বিলুপ্ত হয়ে Production Assistant পদের সৃষ্টি হয় এবং সব বিভাগেই Production Assistant নিয়োগ হয়।

ইতোমধ্যে বেতার নাটকের বিবর্তন শুরু হয়ে যায়। নাট্যকার ও লেখকরা বেতারের জন্য আলাদাভাবে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও সমাধান নিয়ে নাটক লেখা আরম্ভ করে। প্রযোজকরাও সেই সব নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকে। এর মধ্যেই Tape রেকর্ডিং চালু হয়, বেতার নাটকের রেকর্ডিংও আরম্ভ, সেই সঙ্গে টেপের মধ্যে নানা Music ও Sound Effects সংরক্ষিত হতে থাকে। আমি এবং নিত্যানন্দ নানা রকমের Effects Portable Tape Recorder-এ রেকর্ডিং করে Effects Library তৈরি করতে আরম্ভ করলাম। দেখতে দেখতে Book Library-এর মতো Effects Library-ও বৃহৎ আকার ধারণ করল। কিছুদিন পরে নিত্যানন্দ সংবাদ বিভাগে বদলি হয়ে যায়, তারপর বিবিধভারতী চালু হওয়ায় ওই বিভাগে চলে যায়। নাটক বিভাগের সিংহভাগ দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে পড়ে। আমার মনে আছে ১৯৮৮ সালে আমি যখন দূরদর্শনে বদলি হয়ে যাই তার আগে Effects Library-টাকে নতুন করে সাজিয়ে তুলেছিলাম। তৎকালীন Programme Executive-পাপিয়া চক্রবর্তীর চেষ্টায় ৬৫ খানা ৭ ইঞ্চি নতুন টেপ পেয়েছিলাম (এখানে বলে রাখি নতুন টেপ-এর খুব অভাব ছিল)। প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া Sound Effects-গুলোকে Transfer করে ওই টেপের মধ্যে detailed cue sheet এবং একটি effects register তৈরি করে রেখে এসেছিলাম। জানি না আজ তার কী অবস্থা!

নাট্যকার ও প্রযোজকদের প্রচেষ্টায় বেতার নাটক, আবহসঙ্গীত ও Sound effects-এর হাত ধরাধরি করে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। বেতার

নাটক নিয়ে নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। আস্তে আস্তে গ্রুপ থিয়েটারগুলোও বেতারে ভিড় করতে আরম্ভ করল। বেতার নাটকের মান অনেকটা বৃদ্ধি পেল।

প্রসঙ্গত বলি ঋত্বিক ঘটক বেতারের জন্য একটি মাত্র নাটক লিখে নির্দেশনার কাজ করেছিলেন। সৌভাগ্যবশত আমি সহকারীর ভূমিকা পালন করেছিলাম—নাটকের নাম 'জ্বালা'। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সর্বক্ষণ ঋত্বিকদার সঙ্গে থেকে তাঁকে সব রকমের সাহায্য করার জন্য, যথা—নাটকের Rehearsal, Recording, Music Rehearsal, Recording এবং সবশেষে Editing—আমি ছায়ার মতো ১৫ দিন ঋত্বিকদার সঙ্গে কাটিয়েছিলাম।

নাটকটি রেকর্ডিংয়ের পর উনি আমাদের stock—এর Sound Effect শুনতে চাইলেন, কিন্তু Sound Effect শুনে উনি খুশি হতে পারলেন না। বললেন, না, এসব বস্তা পচা Effect চলবে না। আমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর ঋত্বিকদা Technician Studio থেকে বেশ কিছু Effects আমাদের টেপ-এ Transfer করে আনেন। সব Effects—এর কথা আজ আর আমার মনে নেই, তবে একটা Thunder Effects আজও আমার শিহরণ জাগায়, মনে হচ্ছিল যে সত্যি সত্যিই আকাশ চিরে বজ্রপাত হচ্ছে। 'জ্বালা' নাটকে ঋত্বিকদা একটা Chorus Humming Effect ব্যবহার করেছিলেন, তাতে অনেক নামী-দামী সঙ্গীতশিল্পীরা অংশ নিয়েছিলেন— ওই Chorus Humming Effect আমার বুকের মধ্যে হাহাকার তুলেছিল। Music Director প্রবীর মজুমদারের অক্লান্ত পরিশ্রম ঋত্বিকদাকে খুশি করেছিল।

প্রবীর মজুমদার সব সময়ই একটু অন্যধরনের Effects Music করতে ভালোবাসতেন। আমার প্রযোজনা, প্রবীর মজুমদারের Music ছিল, এমন কয়েকটি নাটকের কথা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে, যা নাকি ভোলা যায়না। অধ্যাপক জহর দাশগুপ্তের লেখা "গোপাল অতি সুবোধ বালক", একক অভিনয়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (Duration 53 min. এখনও পর্যন্ত বেতারে একক সর্ববৃহৎ নাটক)। অজিতেশবাবুর অসাধারণ অভিনয়ের

'সওদাগরের নৌকো' বেতার নাটকের মিউজিক রেকর্ডিংয়ে সঙ্গীত পরিচালক প্রবীর মজুমদার, অজিত মুখোপাধ্যায়, অমল লাহা, অ্যান্টো মেনেজিস, চণ্ডী দাস ও অন্যান্য যন্ত্রশিল্পীরা।

সঙ্গে প্রবীর মজুমদারের Music এবং effects শ্রোতাদের মনে থাকার কথা। Effects-এর কথা বলতে গেলে নালু মিত্রকে বাদ দেওয়া যাবে না। ওর Effects—এর ভাণ্ডার ছিল বৈচিত্র্যময়। আমার অধিকাংশ নাটকের Effects ছিল নালু মিত্রের।

আর একটি নাটক— 'সওদাগরের নৌকা'। রচনা ও অভিনয়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত—প্রবীর মজুমদার। বিষয় ছিল একজন বিখ্যাত যাত্রাশিল্পীর খ্যাতির উত্থান পতন। এক একটা সিন-এর পর ব্যবহারের জন্য একটা Special Musical Montaj তৈরি করেছিলেন। যথা একটা গ্রাম্য পরিবেশ, একটা গরুর গাড়ির আওয়াজ, তারপর claroniate—এ যাত্রার Music—এর ঝাঁঝের আওয়াজ, বিশাল সমাবেশের এক হাততালি উচ্ছ্বাস। প্রতিটি সিন-এর পর ঐ একটা effect—ই ব্যবহার করা হয়েছিল। যার ফলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে

যাত্রার নায়ক একের পর এক গ্রামে অনুষ্ঠান করে মানুষের ভালবাসা, উচ্ছ্বাস ও হাততালি কুড়িয়ে নিচ্ছেন।

আর একটি নাটক– 'সীমাবদ্ধ'। কাহিনি– শংকর। বেতার নাটক ও অভিনয়ে শঙ্কর ঘোষ (AIR)। সঙ্গীত পরিচালনা প্রবীর মজুমদার। এই নাটকে নায়কের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল Top Floor নয়, Top Position। নায়কের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বোঝাবার জন্য Music–এর সঙ্গে একটা Type writer Machine–এর effects mix করে অসাধারণ একটা Theme Music তৈরি হয়েছিল। Musical Rhythm সঙ্গে Type writer-এর টকটক্ শব্দ, অবশ্যই একেবারে অভিনব চিন্তাধারা।

সত্যজিৎ রায়ের কাহিনি– 'আংটি ও আধুলির খেলা', বেতার নাটক ও অভিনয়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত–প্রবীর মজুমদার। প্রযোজনা অবশ্যই আমার। একজন ম্যাজিসিয়ানকে নিয়ে লেখা এই নাটক। একজন প্রতিষ্ঠিত ম্যাজিসিয়ান Lucknow Festival–এ যোগদান করতে যাবে। নাটকটির প্রযোজনার শুরুতে উপেন তরফদারের সংবাদ বিচিত্রা Music। তার সঙ্গে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের Voice–যেখানে সে বলছে যে আজ অমুক ম্যাজিসিয়ান Lucknow Festival–এ যোগ দেবার জন্য লক্ষ্ণৌ রওনা হচ্ছেন। আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করি। পুরো নাটকের বিষয়বস্তু ছিল ঐ লক্ষ্ণৌগামী ট্রেনের কামরায়। হাওড়া স্টেশনের কোলাহল, কুলির হাঁকাহাঁকি বিভিন্ন ট্রেনের যাতায়াত ও মাইকে মুহূর্মুহূ ঘোষণা, হকারদের চিৎকার, এরই মধ্যে শোনা যাবে লক্ষ্ণৌগামী ট্রেনের announcement। তারপর গার্ডের হুইসল, এরপর ট্রেনের হুইসল ও ধীরে ধীরে গাড়ির প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া। এই নাটকের শুরু হাওড়া স্টেশনে এবং শেষ বর্ধমান স্টেশনে যেখানে ম্যাজিসিয়ানের ঘুম এবং স্বপ্নভঙ্গ হবে।

এই নাটকটির ব্যাপারে ১ নম্বর বিশপ লেপরয় রোডে সত্যজিৎবাবুর কাছে অনেকবার গেছি, কারণ নাটকটির অনুমতি দেবার ব্যাপারে ওনার একটু আপত্তি ছিল। ম্যাজিক হচ্ছে visual ব্যাপার, সেটা audioতে কতটা সফল

হবে সে বিষয়ে ওনার একটু সংশয় ছিল। তারপর অজিতেশবাবুর নাট্যরূপটা দেখে ওনার ভাল লাগে। নাটকটি নিয়ে আলোচনা এবং contract সই করার জন্য বেশ কয়েকবার আমার সত্যজিৎবাবুর কাছে যেতে হয়েছিল।

সত্যজিৎবাবু বলেছিলেন এই নাটকটি প্রযোজনা করার আগে তোমাকে ট্রেন ও স্টেশন সম্বন্ধে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল হতে হবে। যেমন ট্রেনটা যখন হাওড়া থেকে ছেড়ে একটু একটু করে Speed নেবে, তারপর Full Speed-এ চলবে। আবার ট্রেন যখন Line Change করবে তখন এক রকমের Effect, যখন Culvert-এর ওপর দিয়ে যাবে তখন আবার অন্যরকম। Bridge-এর ওপর দিয়ে যখন Pass করবে, তার আবার আলাদা Effect, ছোটো-বড়ো Bridge-এর মধ্যেও Sound এর তারতম্য থাকবে। আবার একটা ট্রেন Speed-এ বা আস্তে আস্তে পাশ করলে Effect-এর পার্থক্য বোঝা যাবে। একটা ট্রেন স্টেশনে এসে থামলে আর একরকমের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা স্টেশনের আলাদা আলাদা চরিত্র। ট্রেনের জানালা বন্ধ থাকলে একরকম, আবার খোলা থাকলে আর এক রকম। প্রতিটা স্টেশনের হকারদের চরিত্রও আলাদা। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রেনের পাশ দিয়ে আর একটা ট্রেন Speed-এ বা আস্তে Pass করলে আলাদা Effect পাওয়া যাবে। দুটো ট্রেন Opposite Direction-এ Pass করলে, একটা অন্যরকম Effect পাওয়া যাবে। অভিনয়ের সঙ্গে যদি পরিবেশটা খাপ খায়, তবে দেখবে, সব ব্যাপারটাই বিশ্বাসযোগ্য হবে। পরিবেশ সৃষ্টি ঠিকমতো হলে না-দেখার অভাব পূরণ করে দেবে।

আমার মনে আছে আমার এক সহকর্মী সুনীল সাহা বেতারে জেলার অনুষ্ঠান করত। ওকে দিয়ে আমি হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেনের মধ্যে টানা Recording করিয়েছিলাম। পরে প্রয়োজন মত ভিন্ন জায়গায় ঐখান থেকে Effect ব্যবহার করেছিলাম। সত্যজিৎবাবুর উপদেশ পরবর্তীকালেও আমার অনেক কাজে লেগেছে।

সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' আমি বেতারে প্রযোজনা করেছিলাম। বেতার নাট্যরূপ করেছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত—অলোকনাথ দে।

ছিল। কারণ উনি সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে বেশ কিছু কাজ করেছেন। এই নাটকে ছবি বিশ্বাসের চরিত্রটা বিকাশ রায় করেছিলেন। বিকাশদার কাছে শুনেছিলাম নাটকটা নাকি সত্যজিৎবাবুর ভাল লেগেছিল। ওনার ভাল লাগাটাই ছিল আমার চরম পাওনা।

আমি 'চৌকিদার' নামে একটা নাটক করেছিলাম। গভীর রাতে চৌকিদারের হাঁক, আর দূর থেকে কয়েকটা কণ্ঠে ভেসে আসছিল "বলো হরি, হরি বোল", একটা পেঁচার ডাক, দূরে গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে ১২টা বাজার শব্দ। রাত সাড়ে দশটার নাটক—অনেকে বলেছে নাটক শুনতে শুনতে গায়ে নাকি কাঁটা দিচ্ছিল।

একবার বীরেনদা একটা বড়ো ব্যাগে করে প্যাকিং বাক্সের মধ্যে যে খড়খড়ে কাগজ থাকে, সেগুলো স্টুডিওর মধ্যে ঢেলে নানা রকম ভাবে হেঁটে দখালো, মনে হচ্ছিল—শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হাঁটা এবং কেউ পাতার ওপর দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে, বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। বীরেনদা বলতেন একটা গুলির শব্দের জন্য পিস্তলের প্রয়োজন হয় না, একটা বেলুনই যথেষ্ট।

কলকাতা শহরে দুপুরের পরিবেশ তৈরি করার জন্য—'শিল কাটাই' বলে হাঁক, বাসন চাই বলে ফেরিওয়ালার হাঁক সঙ্গে বাসনের ঠুং করে আওয়াজ অথবা কাবুলিওয়ালার হাঁক—হিং চাই হিং, কিসমিস, কাজু-পেস্তাবাদাম—হিং চাই হিং...

ভাবুন তো কাঠফাটা নিস্তব্ধ দুপুরে একটা চিলের ডাক, কিংবা নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গতা বোঝাতে একটা দেওয়াল ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজ, অথবা একটা কল থেকে টপ্ টপ্ করে জলের ফোঁটা পড়ার শব্দ। এতে নিস্তব্ধতা আরও বাড়িয়ে দেয় কিনা বলুন? গরমকালে রাতের বেলা মহানগরীর পাড়ায় পাড়ায় "মালাই বরফ" "মালাই বরফ" হাঁকটা খুবই পরিচিত।

আর একটা নাটকের কথা মনে আছে— 'আঁধার পেরিয়ে', চিত্তরঞ্জন মাইতির গল্প। বেতার নাটক—জোতু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রযোজনা অবশ্যই আমার। এটি সফল ছায়াছবি হয়েছিল তাই প্রযোজনার ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানী হতে

রবীন্দ্রনাথের কাহিনি অবলম্বনে শচীন সেনগুপ্ত বেতার রূপায়িত 'ক্ষুধিত পাষাণ' বেতার নাটকে (বাঁদিক থেকে) শ্যামল ঘোষ, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, নির্মল কুমল, অজিত মুখোপাধ্যায় (প্রযোজনা), অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণ রায়।

হয়েছিল। দিলীপ রায় ও শাঁওলী মিত্র রোটাং পাসে একটা রোমান্টিক পরিবেশে বরফ নিয়ে ছোড়াছুড়ি খেলতে খেলতে হাড়কাঁপুনির অভিনয়ের সঙ্গে একটু পাহাড়ি রোমান্টিক মিউজিক—সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ। অর্থাৎ, ওই রোমান্টিক মিউজিক সেই সঙ্গে শিল্পীদের Vocal Effect, সব মিলেমিশে আপনার মনের ওপর এমন একটা প্রভাব ফেলতে পারে যে আপনি নিজেই যেন রোটাংপাসে বরফের রাজ্যে পৌঁছে গেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে শুধুমাত্র বেতার নাটকই আপনার কল্পনা শক্তির শ্রী বৃদ্ধি ঘটিয়ে আপনার মনটাকে দূর দূরান্তে পৌঁছে দিতে পারে। সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, সিরিয়াল আপনাকে যতটুকু দেখাবে আপনি ততটুকুই দেখতে পাবেন। কিন্তু বেতার নাটক শুনতে শুনতে আপনার মনে হতে পারে– "মন রে তুই কোথায় গেলি?" সীমানা ছাড়িয়ে আপনাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে, যেখানে আপনার মন

উড়ে বেড়াবে আপন আনন্দে। আপনি ভাবুন তো একা একা বিষণ্ণ মনে গঙ্গার ধারে বসে আছেন, কিছুই যেন ভাল লাগছে না, হঠাৎ একটা স্টিমারের ভোঁ সঙ্গে নদীর ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ আপনার ভাঙাচোরা মনে একটা অন্যরকম আবেশ সৃষ্টি করতে পারে। হয়তো অতীত কোনো স্মৃতিতে আপনি ফিরে যেতে পারেন। আবার আপনি আত্মীয় পরিজন ছেড়ে দূরে কোথাও অন্ধকার ঘরে একাকী চোখ বুজে শুয়ে আছেন। টিনের চালে রিমঝিম বৃষ্টির আওয়াজ, একটা রাতজাগা পাখির ডাক তার মধ্যে রেডিও থেকে একটা নাটকের কণ্ঠ ভেসে এল—নায়ক নায়িকাকে আস্তে আস্তে বলছে—এই বৃষ্টিতে ভিজলে তোমাকে না খুব সুন্দর দেখায়। নারীকণ্ঠ—ধ্যাৎ অসভ্য কোথাকার। নায়ক আবার বলে ওঠে—এই তোমাকে একটু ছোঁব? আবার নারীকণ্ঠ—জানিনা, যাও। বলুন তো তখন আপনার কেমন লাগবে?

শহর ও গ্রামের পার্থক্য তো আমরা Sound Effect ও মিউজিক দিয়েই বুঝিয়ে থাকি। নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, গরুর গাড়ি, নানারকম পাখির ডাক, ঝিঁঝিঁ পোকার কান্না, ভাটিয়ালি সুর, পুকুর থেকে কলসীতে জলভরা, শেয়াল-কুকুর-পেঁচার ডাক, সন্ধ্যোবেলা শাঁখের আওয়াজ অনায়াসেই শহরের কোলাহল থেকে গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নিয়ে যায়। ঢেঁকিতে চালকোটা, একসঙ্গে অনেকগুলো ফড়িং-এর আওয়াজ, মনটা কেমন যেন হাল্কা করে দেয়। একটা মরুভূমির পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য চাই—বালিঝড়, দু'একটা উটের ডাক আর একটা ফাটা ফাটা English Flute Effect মনে মনে চলে যান, ঘুরে আসুন সাহারা মরুভূমিতে। একটা অশুভ রাত বোঝার জন্য একটা কুকুরের কান্না ও পেঁচার ডাক যথেষ্ট।

আমার মনে আছে আমি একটা নাটক করেছিলাম— 'একটি কুকুরের শ্রেণীচরিত্র'। মূল রচনা অ্যান্তন চেখভ। বেতার নাটক—সমীর দাশগুপ্ত। নায়কের ভূমিকায়—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এই নাটকে কুকুরের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। সুনীল আদক (হরবোলা) অজিতেশবাবুর পাশে থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের কুকুরের ডাক ডেকে নাটকটিকে

স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা। তার জন্য দৈহিক নির্যাতন করতে দ্বিধা করেনি। এই নির্যাতিত মানুষটির অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র। নাটকের রেকর্ডিংয়ের পর শম্ভুদা বললেন—Effects-এর ওপর কিন্তু বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। আমার মনে আছে, শম্ভুদার ইচ্ছা অনুযায়ী লালবাজার ও লর্ড সিনহা রোডের কয়েদিদের সেল থেকে নানারকম শব্দ রেকর্ডিং করে এনেছিলাম। যেমন—সেলের বিশাল তালা খুলে লোহার গেট খোলার আওয়াজ, বিশাল সেলের মধ্যে হাঁটাচলার শব্দ, বিশাল করিডোরে ভারী বুটের শব্দ, লোহার চেন দিয়ে লোহার দরজা খোলা ও বন্ধ করা। আমার মনে আছে একজন হেভি বুট পরা অফিসার একটা সেলের দরজায় বিশাল একটা তালা ঝুলিয়ে করিডোরে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে খট্ মট্ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। যদিও সে আমাদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ঐ 'স্বীকারোক্তি' নাটকের মধ্য দিয়ে লালবাজার ও লর্ড সিনহা রোডের কয়েদিদের সেলগুলো আজও আমার চোখের সামনে ভাসে।

অজিত মুখোপাধ্যায়: লেখক আকাশবাণীর অবসরপ্রাপ্ত নাট্য-প্রযোজক।